মুঘল আমলের প্রশাসনিক পদবিন্যাসের তালিকায় একটি উল্লেখযোগ্য এবং গুরুত্বপূর্ণ নাম হল মনস[illegible] প্রথার উদ্ভব মধ্য এশিয়ায়। আকবর বিশাল ভারত-সাম্রাজ্য গঠনের পর রাজকীয় সেবার (Imperial Service) ঐতিহ্য গঠনের যে ব্যাপক কর্মসূচী নেন, তারই ফলশ্রুতি হিসেবে এদেশে মনসবদারী ব্যবস্থার প্রচলন ঘটে। আবুল ফজলের 'আইন-ই-আকবরী' এবং সপ্তদশ শতকের কিছু গ্রন্থ ও 'জাওবিং' থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে মনসবদারী ব্যবস্থা সম্পর্কে পণ্ডিতেরা একটা ধারণা পাওয়ার চেষ্টা করেছেন। ডব্লিউ. এইচ. মোরল্যাণ্ড তাঁর "Rank in the Mughal State Service" প্রবন্ধে এবং আব্দুল আজিজ তাঁর "Mansabdari System of the Mughal Army" গ্রন্থে মনসবদারী-র মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলি ব্যাখ্যার প্রথম চেষ্টা করেন। পরবর্তীকালে অধ্যাপক এম. আতহার আলি "The Mughal Nobility under Aurangzeb" গ্রন্থে এবং অধ্যাপক ইরফান হাবিব "The Mansab System" প্রবন্ধে পূর্ববর্তী অভিমতের পরিমার্জনা ও সংশোধন করেন।

মুঘল সামরিক বাহিনীর ত্রুটি দূর করার উদ্দেশ্যে আকবর মনসবদারী প্রথার প্রবর্তন করলেও এটি নিছক সামরিক বাহিনী ও অন্যান্য রাষ্ট্রীয় কর্তব্যভিত্তিক কোনো পদ ছিল না। যে কোনো কর্মচারী রাষ্ট্রের প্রয়োজনানুসারে উভয় ধরণের কর্তব্য সম্পাদনে বাধ্য থাকতেন। প্রথম আঠারো বছর আকবর পূর্ব প্রচলিত মুঘল সামরিক ব্যবস্থা বহাল রাখলেও প্রচলিত এই ব্যবস্থার মধ্যে কিছু ত্রুটি ও সীমাবদ্ধতা লক্ষ্য করেন। প্রথমত, এই ব্যবস্থায় সম্রাট সেনাশক্তির জন্য সম্পূর্ণভাবে 'আমীর'-দের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েন। দ্বিতীয়ত, আমীর-রা বিশাল জায়গির, জমি এবং সামরিক বাহিনীর অধিকারী হওয়ার ফলে তাদের মধ্যে ক্ষমতার দম্ভ ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধির সম্ভাবনা প্রবল হয়ে ওঠে। তৃতীয়ত, আমীরদের অর্থলোভ এবং মিথ্যাচারের জন্য সামরিক বাহিনীর কর্মদক্ষতা ক্রমশঃ হ্রাস পেতে থাকে। বদাউনি-র বক্তব্য অনুযায়ী, অধিকাংশ আমীর তাঁর প্রতিশ্রুত বাহিনী অর্থাৎ ঘোড়া, ঘোড়-সওয়ার এবং যুদ্ধ সরঞ্জাম রাখতেন না।

আব্দুল আজিজ-এর মতে, আকবর মনসবদারী ব্যবস্থা প্রবর্তনের সময়ে তুর্কো-আফগান যুগে প্রচলিত সামরিক ব্যবস্থার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। কিন্তু এই বক্তব্য আংশিক সত্য। গভীরভাবে দেখলে বেশ কিছু পার্থক্য চোখে পড়ে; যেমন, প্রথমত, মনসবদারী প্রথায় সমস্ত মনসবদারই সম্রাটের কাছে সরাসরি দায়বদ্ধ ছিলেন। ক্রমোচ্চ স্তরে মনসবদারদের মধ্যে কোনো পারস্পরিক সম্পর্ক ছিল না। দ্বিতীয়ত, মনসবদারদের নিম্নতম পদ থেকে উচ্চতম পদে উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য ক্রমোচ্চ স্তর অতিক্রম করার দরকার হতো না। সম্রাটের ইচ্ছাই ছিল শেষ কথা। তৃতীয়ত, মনসবব্যবস্থা কেবল সামরিক কর্তব্য সম্পাদনের জন্য প্রবর্তিত হয়নি। সামরিক ও বেসামরিক উভয় প্রকার ক্ষেত্রেই মনসব প্রদান করা হত। অধ্যাপক এস. এম. কুরেশী বা অনিরুদ্ধ রায়-ও মনে করেন, কে কি কাজ করবে তা সম্রাটের ইচ্ছাধীন ছিল।

'মনসব' শব্দটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে মহম্মদ আতহার আলি লিখেছেন, মনসব হল কোনো ব্যক্তিকে প্রদত্ত মর্যাদা এবং তার কর্তব্য ও দায়িত্বের পরিচয় ও ভিত্তি। সাধারণভাবে মনসব পদে মনোনয়নের জন্য সম্রাটের ইচ্ছাই ছিল শেষ কথা। তবে উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী বা শাহজাদাদের সুপারিশকেও সম্রাট মর্যাদা দিতেন। কোনো মনসবদার তার প্রাপ্ত পদমর্যাদা অনুসারে কর্তব্য পালনে ব্যর্থ হলে তার পদাবনতি ঘটানো হত। সর্বনিম্ন মনসবদারের অধীনে দশজন এবং সর্বোচ্চ মনসবদারের অধীনে পাঁচ হাজার সৈন্য থাকত। ছয় থেকে দশ হাজার মনসবদারী সামান্য ব্যতিক্রম ছাড়া কেবল রাজপুরুষদের জন্য সংরক্ষিত থাকত। একহাজারী বা তদুর্ধ্ব মনসবদাররা 'ওমরাহ' নামে অভিহিত হতেন এবং বিশেষ মর্যাদা ও প্রতিপত্তির অধিকারী ছিলেন। বার্নিয়ে-র মতে, এঁরা ছিলেন 'the pillers of the Empire' তবে লক্ষ্যণীয় যে, এঁদের যে পদমর্যাদা অনুযায়ী বেতন মঞ্জুর করা হত, সম্রাটের ইচ্ছানুসারে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাদের সেই পরিমাণ বাহিনী পোষণ করতে হতো না। একজন মনসবদার 'জাট' ও 'সওয়ার' এই দুটি পদের অধিকারী হতে পারতেন। এগুলির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে মতবিরোধ আছে। Blochman-এর মতে, একজন মনসবদারের অধীনে অনুমোদিত সৈন্য সংখ্যার সূচক ছিল জাট এবং সে প্রকৃতপক্ষে যত সৈন্য রাখত তা ছিল তার সওয়ার। কিন্তু আরভিন, ঈশ্বরীপ্রসাদ প্রমুখ ভিন্ন মত পোষণ করেন। ঈশ্বরীপ্রসাদের মতে, জাট হল মনসবদারদের ব্যক্তিগত পদমর্যাদার সূচক ও সওয়ার হল তার অধীনে রক্ষিত সৈন্য বাহিনীর সূচক।

জাট ও সওয়ার পদদুটি কবে থেকে প্রচলিত হল তা বিতর্কিত। মোরল্যাণ্ড ও আব্দুল আজিজ মনে করেন, আকবরের শাসনভার গ্রহণের আগে একটিমাত্র সংখ্যাভিত্তিক পদানুক্রম প্রচলিত ছিল, যার ভিত্তিতে তার অধীনে কতজন সৈন্য থাকা বাঞ্ছনীয় তা

Scanned with CamScanner

দেওয়া হত। কিন্তু সংখ্যাসূচক ও বাস্তবের মধ্যে অসঙ্গতি ক্রমেই প্রকট হতে থাকে। এমতাবস্থায় আকবর তাঁর শাসনের একাদশ বর্ষে মনসব প্রথার প্রবর্তন করেন। কিন্তু এ. জে. ক্যায়সর তাঁর *"The Note on the Institution of Mansab under Akbar"* প্রবন্ধে বলেছেন, আকবরের রাজত্বের অষ্টাদশ বর্ষে জাট ও সওয়ার প্রবর্তিত হয়েছিল। *শিরিন মুসভিও* এই মত সমর্থন করেছেন। আবুল ফজল, মুতামিদ খাঁ, বদাউনী প্রমুখের ভাষ্যের ব্যাখ্যা করে তাঁর সাম্প্রতিক গবেষণা থেকে জানা যায়, আকবর কয়েকটি ধাপে মনসবদারী ব্যবস্থা চালু করেন। (i) আকবরের সিংহাসনে আরোহনের পূর্বে এবং তাঁর রাজত্বকালের প্রথম দশ বছর কর্মচারীদের কোনো বাঁধাধরা সামরিক দায়িত্বও ছিল না এবং বেতনও নির্দিষ্ট করা হত ইচ্ছামতো। (ii) একাদশ বৎসরে অর্থাৎ 1566-67 খ্রীষ্টাব্দে আকবর প্রথম তাদের উপর কিছু নির্দিষ্ট সামরিক দায়িত্ব চাপানোর কথা ভাবলেন এবং কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করার চেষ্টা করলেন, যাতে তারা তাদের জায়গীর থেকে উপার্জন অনুযায়ী কিছু সংখ্যক সৈন্য-সামন্ত রক্ষা করেন। 1571 খ্রীষ্টাব্দে শাহবাজ খাঁ *মীরবক্সী* পদে নিযুক্ত হওয়ার পর নতুন পরিকল্পনা অনুযায়ী মুঘল প্রশাসনকে ঢেলে সাজানো হয়। (iii) 1573-74 খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ আকবরের শাসনের অষ্টাদশ বর্ষে অধীনস্থ সৈন্য অনুসারে পদমর্যাদা স্থির করার সম্ভাবনার সৃষ্টি হয়। এতে অভিজাতদের সংখ্যা সূচক পদমর্যাদা দেওয়া হয়, যার দ্বারা তাদের বেতন ও পোষ্য ঘোড়ার সংখ্যা নির্ধারিত হত।

শিরিন মুসভি আরও বলেছেন, আকবরের রাজত্বকালের চল্লিশতম বছরে পদ অনুযায়ী কে কত সংখ্যক সওয়ার রক্ষণাবেক্ষণ করবেন তার ভিত্তিতে তিনি তাঁর মনসবদারদের তিনটি ভাগে ভাগ করেন। এই সময় থেকেই সওয়ার সংখ্যা ও মনসব সংখ্যার মধ্যে পার্থক্য দেখা দেয় এবং সওয়ার পদের আলাদা গুরুত্ব দেখা দিতে শুরু করে। পরের বছর থেকেই মনসবদারী প্রথায় *জাট* ও *সওয়ার*-এর পাশাপাশি অস্তিত্ব দেখা দেয়। 1595-96 খ্রীষ্টাব্দে জাট ও সওয়ার সংখ্যার অনুপাতে মনসবদারদের তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যে মনসবদারদের *জাট* ও *সওয়ার* সংখ্যা সমান তাঁরা প্রথম শ্রেণীভুক্ত। যার সওয়ারের সংখ্যা জাটের অর্ধেক তিনি দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত এবং যাদের সওয়ারের সংখ্যা জাটের অর্ধেকেরও কম বা অধীনে কোন সওয়ার থাকত না, তারা তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত। প্রতিটি সৈনিকের অধীনস্থ ঘোড়ার সংখ্যার ভিত্তিতে তাদের কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হত। যাদের অধীনে তিনটি ঘোড়া থাকত, তারা *'সে-অসপা'*, দুটি ঘোড়া থাকলে *'দো-অসপা'* এবং একটি ঘোড়া থাকলে *'এক-অসপা'* নামে পরিচিত হত। দুজন সৈনিকের একটি ঘোড়া থাকলে তাদের বলা হত *'নিম-অসপা'*। সাধারণত মনসবদারদের সব ধরণের সৈনিক মিলিয়ে নির্দিষ্ট সংখ্যা পূরণ করতে হত।

পদমর্যাদা অনুযায়ী মনসবদারদের শ্রেণীবিভাগ নিয়ে বিতর্ক আছে। '*বার্নিয়ের* মনসবদারদের মধ্যে শ্রেণীগত পার্থক্যের উল্লেখ করলেও নির্দিষ্ট কোনো তথ্য দেননি। *মানুচি* ও *আবুল ফজল* মনসবদারদের মধ্যে পার্থক্য লক্ষ্য করেছিলেন' এবং আবুল ফজল বলেছেন, মনসবদাররা 66 টি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। যদিও বাস্তবে এই সংখ্যা 33-এর উর্দ্ধে যেত না। অধ্যাপক *অনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের* অনুমান, আকবরের পরিকল্পনা ছিল 66 টি শ্রেণীর, কিন্তু বাস্তবে তিনি 33 টি শ্রেণী গঠন করতে পেরেছিলেন। মনসবদারদের বেতন দেওয়া হত দুভাবে। জমি ও অন্যান্য রাজস্বের বন্দোবস্তের মাধ্যমে এবং নগদে। প্রথমোক্তরা *'জায়গীরদার'* এবং শেষোক্তরা *'মনসবদার-ই-নগদী'* নামে পরিচিত ছিলেন। *জায়গীর*-এর নির্ধারিত রাজস্ব বা *'জমা'*-র পরিমাণ ছিল মনসবদারের নির্দিষ্ট বেতন এবং সৈন্য রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রাপ্য অর্থের সমান। তাদের জমির উপর কোনো স্বত্ব ছিল না এবং তাদের প্রায়ই বদলি করা হত। এই জায়গীরগুলিকে বলা হত *'তনখোয়া'* জায়গীর। এছাড়া ছিল *'ওয়াতন'* জায়গীর, যেগুলি ছিল বংশানুক্রমিক।

মনসবদারদের আনুগত্য ছিল কেবল সম্রাটের প্রতি এবং তা নির্ভর করত সম্রাটের ব্যক্তিগত গুণাবলী এবং যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁর সাফল্যের উপর। *এম. এন. পিয়ারসন*-এর মতে, সম্রাট ও মনসবদারদের মধ্যে সম্পর্ক ছিল পৃষ্ঠপোষক ও পোষ্যবৃন্দের সম্পর্ক বা *'Patron-client relationship'*, যার স্থায়িত্ব নির্ভর করত সাম্রাজ্য ও সম্পদের নিয়ত বিস্তারের উপর। সাধারণত বংশমর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তিদের মনসব দেওয়া হত, যাদের বলা হত *'খানজাদ'*। এ ছাড়াও স্থানীয় জমিদার, দেশীয় রাজন্যবর্গ বা উপজাতীয় সংগঠনের নেতারা মনসবদার হিসাবে নিযুক্ত হতেন। আঞ্চলিক ক্ষেত্রে যথেষ্ট প্রভাবশালী জমিদারদের মনসবদার পদ দিয়ে আকবর এদের আনুগত্য লাভ করতে চেয়েছিলেন। তাদের ভূসম্পত্তিকে *ওয়াতন জায়গীর* হিসাবে গণ্য করা হত এবং রাজকর্মচারী হিসাবে সাম্রাজ্যের অন্যান্য প্রদেশে সাধারণ জায়গীরও এরা পেতেন। *মহম্মদ আতহার আলি*-র গবেষণা অনুযায়ী, 1658-78 খ্রীষ্টাব্দে 486 জন মনসবদারের মধ্যে 68 জন এবং 1679-1707 খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে 575 জন মনসবদারের মধ্যে 81 জন ছিলেন জমিদার। এ ছাড়াও নিযুক্ত হতেন পারসিক, চাঘতাই, উজবেক প্রভৃতি সামরিক নেতৃবৃন্দ। *মোরল্যাও* দেখিয়েছেন, *'আইন-ই-আকবরী'*-র মনসবদারদের তালিকার প্রায় 70% হয় হুমায়ুনের সঙ্গে ভারতে এসেছেন অথবা আকবরের সিংহাসনে আরোহণের পর ভারতে এসেছেন। 1658-78 কালপর্বে এক হাজার জাট পদাভিষিক্ত 417 জন মনসবদারের মধ্যে 202 জন বহিরাগত। কিন্তু 1679-1707 কালপর্বে 482 জনের মধ্যে বহিরাগত 197 জন, যাদের মধ্যে মাত্র 46 জনের জন্ম ভারতে।

Scanned with CamScanner

যাদের মধ্যে মাত্র 46 জনের জন্ম ভারতের বাইরে।

আকবর প্রবর্তিত মনসবদারী ব্যবস্থার মূল নীতিগুলি সপ্তদশ শতক পর্যন্ত বজায় ছিল। জাহাঙ্গীরের আমল থেকে কিছু কিছু পরিবর্তন ঘটানো হয়। এই সময়েই *দো-অসপা', শে-অসপা'* পদের সংযোজন ঘটেছিল। তাঁর রাজত্বের দশম বছরে দাক্ষিণাত্যের সুবাদার *মহাবত খাঁ* প্রথম এই অধিকার পান। একজন মনসবদার তার অনুমোদিত সওয়ার পদের একাংশ *দো-অসপা* এবং অন্য অংশ *শে-অসপা* হিসাবে দেখানোর অধিকার পেতেন। এর জন্য তিনি দ্বিগুণ দায়িত্ব ও বেতনের অধিকারী হতেন। যেমন, চার হাজার সওয়ারের এক হাজার *দু-অসপা* এবং এক হাজার *শে-অসপা* হলে তার সওয়ারের হিসাব হত 2000+3000=5000। কারণ, একহাজার অসপা = একহাজার বাড়তি সওয়ার। এ ক্ষেত্রে মনসবদার ঐ বাড়তি এক হাজারের জন্য বাড়তি বেতন পেতেন। এ ছাড়াও এক ধরণের শর্তাধীন মনসব বা *মসরুদ* প্রচলিত ছিল। অধ্যাপক *আতহার আলি* লিখেছেন, একজন ফৌজদার তার দায়িত্ব পালনের প্রয়োজনে প্রাপ্ত নির্দিষ্ট মনসব ছাড়াও অতিরিক্ত সওয়ার রাখতে পারতেন। সম্রাট শর্তাধীনে অতিরিক্ত বেতন বরাদ্দ করতেন।

মনসবদারী প্রথা চালু হবার পর বিভিন্ন সম্রাটের অধীনে এদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল। *ইরফান হাবিব*-এর হিসাব অনুযায়ী 1605-21 খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে শুধু বড় মনসবের সংখ্যাই বেড়েছিল প্রায় দ্বিগুন। ঔরঙ্গজেব মারাঠাযুদ্ধের সময় অনেক মারাঠা সর্দারকে হাতে রাখার জন্য দরাজ হাতে মনসব বিলি করতে থাকলে তাঁর আমলে মারাঠা মনসবদারদের সংখ্যা বাড়ে প্রায় 24%। মোট মনসবদারের সংখ্যা স্ফীত হয়ে দাঁড়িয়ছিল প্রায় 14,500-তে। নির্ধারিত বেতনের বাইরে তারা কখনও কখনও অতিরিক্ত বেতন বা ইনাম পেতেন। যেহেতু প্রতিটি মনসবের অধীনে *জাট* ও *সওয়ার* দুটি পদ থাকত, সেহেতু বেতন নির্ধারণে পৃথক পদ্ধতি অনুসৃত হত। প্রথম ক্ষেত্রের জন্য ধার্য বেতন অথবা *জায়গীর*-কে বলা হত *খাস* বা ব্যক্তিগত। এর দ্বারা পারিবারিক ভরণপোষণ বা অন্যান্য ব্যক্তিগত ব্যয় নির্বাহ হত। সেনাবাহিনীর ব্যয়নির্বাহের জন্য নির্দিষ্ট বেতনকে বলা হত *তবিনান*। *ইকতিদার আলম খান* মনসবদারের বেতনে একটি নতুন বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেছেন। শাহ্‌জাহানের আমলে এই ব্যবস্থা চালু হয়েছিল এবং ঔরঙ্গজেবের আমলেও তা প্রচলিত ছিল। এই ব্যবস্থায় শাহ্‌জাহান মাসিক হিসাব বা অনুপাতের প্রচলন করেন, যাতে 10, 8, 6 বা 4 মাসের বেতন ধার্য করা হয়। এই প্রথা প্রবর্তনের কারণ সম্ভবত জায়গীরের *জমা* এবং আদায়ীকৃত রাজস্ব বা *হাসিল*-এর মধ্যে পার্থক্য। কিন্তু এতে সমস্যার সমাধান হয়নি।

একজন মনসবদারের পদচ্যুতির সঙ্গে সঙ্গে উক্ত মনসবদারের দখলীকৃত মনসব সম্রাটের হাতে ন্যস্ত হত। তেমনি একজন মনসবদার কর্মরত অবস্থায় মারা গেলে তার মনসব এবং স্থাবর-অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি সম্রাট বাজেয়াপ্ত করতেন। এইভাবে শাহ্‌জাহান প্রায় উনিশ কোটি টাকা সংগ্রহ করেছিলেন। ঔরঙ্গজেব *শায়েস্তা খাঁ, মহাবত খাঁ, আমীর খাঁ* প্রমুখের মৃত্যুর পর বিশাল সম্পত্তি ও অর্থ বাজেয়াপ্ত করেছিলেন। অভিজাতদের সম্পত্তি বিষয়ক এই হস্তান্তর আইন অভিজাতদের সঞ্চয় প্রবণতা হ্রাস করতে সহায়ক হয়েছিল। কিন্তু এই সুফলের পাশাপাশি এই ব্যবস্থার কুফলটাও মারাত্মক। প্রথমত, এই আইন মনসবদারদের সঞ্চয় প্রবণতা হ্রাস করতে যেমন সাহায্য করেছিল তেমনি-এই নিয়মের ফলেই মনসবদারদের পক্ষে অমিতব্যয়ী হয়ে পড়ার সম্ভাবনা যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছিল। দ্বিতীয়ত, এই ব্যবস্থার ফলে সম্রাটের অধিনায়কত্ব ও স্বৈরাচারের ক্ষেত্রে কিছুটা নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা পালন করতে সক্ষম এবং ধারাবাহিক ও স্বনির্ভর অভিজাত শ্রেণী মুঘল আমলে গড়ে উঠতে পারেনি। মনসবদারী ব্যবস্থার প্রসার ও নিয়ন্ত্রণ সম্পূর্ণভাবে সম্রাটের ইচ্ছানির্ভর হওয়ায় সেই সম্ভাবনা বিনষ্ট হয়েছিল।

অন্যদিকে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের চিন্তা অভিজাতদের আরও বেশী করে সম্রাট নির্ভর করে তোলে এবং দরবারে দলীয় রাজনীতির বিস্তারে সহায়তা করে। সম্রাটের সঙ্গে তাদের জাতিগত বা ধর্মীয় বা অন্য কোনো ধরণের আনুগত্যের সম্পর্ক না থাকার ফলে তাদের মধ্যেকার সম্পর্ক হয়ে উঠেছিল একেবারে ব্যক্তিগত ও সামরিক চরিত্রের। আকবর তাঁর ব্যক্তিগত গুণাবলী ও সামরিক সাফল্য দ্বারা এদের আনুগত্য লাভ করলেও শাহ্‌জাহানের অসাফল্য সেই আনুগত্যের ভিত্তিকে টলিয়ে দিয়েছিল। নিজেকে যোগ্যতর প্রমাণ করার জন্য ঔরঙ্গজেব সামরিক অভিযান শুরু করলেও দাক্ষিণাত্যে তাঁর ধারাবাহিক অসাফল্য আবার সেই আনুগত্যকে বিনষ্ট করল। এর সঙ্গে যুক্ত হয়ছিল সাম্রাজ্যের সম্পদের ঘাটতি, যা সম্রাট ও রাজপুরুষের মধ্যে এবং রাজপুরুষদের পরস্পরের মধ্যে সম্পর্ককে ক্ষুন্ন করল। সাম্রাজ্য এগিয়ে চলল তার চূড়ান্ত ও অনিবার্য পরিণতির দিকে। তাই মনসবদারী প্রথাকে একটি সুচিন্তিত, সুপরিকল্পিত, সুসংগঠিত এবং রাজনৈতিক দিক থেকে স্থায়ী সুফলপ্রসূ পদ্ধতি হিসাবে গ্রহণ করা কষ্টকর।

Scanned with CamScanner